

এসো গল্পে গল্পে কুরআন চিনি



তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফীক
ভাষা সম্পাদনা: মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম





মামার সাথে চিড়িয়াখানায় (সূরাতুল ফীল) ১২- ৪৬

চাচ্চুর সাথে লিচুবাগানে (সূরা কুরাইশ) ৪৬- ১০৪

মূসা যাবে বন্ধুর বাড়ি (সূরাতুল মা'উন) ১০৫- ১২৪





সমস্ত গুণগান সেই আল্লাহর তরে যিনি ‘অসীম দয়াবান; যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।’ সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সেই প্রিয় নবীর ওপর যিনি ঘোষণা করেছেন—“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা নেয় এবং অপরকে তা শেখায়।” তাঁর আপনজন ও সহচরগণের ওপরও সলাত ও সালাম, যারা তাঁর বাণী “আমার তরফ হতে পৌঁছিয়ে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়”-কে শুনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন; আল্লাহর আয়াত নিয়ে তারা পৌঁছে গেছেন পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

পর সমাচার এই যে, গত দু’বছর পূর্বে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিলের মাস রামাদ্বানে আমার হৃদয় আকাশে হঠাৎ উদয় হলো যে, কুরআন নিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্য কিছু করা দরকার। আমি আমার বাবা-চাচাদের প্রজন্মের মানুষদের দেখেছি—তারা অনেকে কুরআন পড়তে না জানলেও কুরআনের ছোট ছোট কিছু সূরা তাঁদের খুব ভালো মুখস্থ থাকতো। সূরাতুল ফাতিহা তো এমনিতেই সবার মুখস্থ থাকে, পাশাপাশি তারা কিছু না জানলেও অন্তত কুরআনের শেষ দশটি সূরা মুখস্থ জানতেন। শুনেছি আমাদের দাদা-দাদীরাই নাকি তাঁদেরকে





এভাবে গড়ে তুলেছেন। এ প্রজন্মের মধ্যে যদিও দ্বিনি জ্ঞানার্জনে কিছুটা ভাটার সৃষ্টি হয়েছে, তারপরও বহু দ্বিনি পরিবার আছেন যারা তাদের ছোট ছোট সন্তানদেরকে এই সূরাগুলো শিক্ষা দিয়ে থাকেন, অনেকে তো আরো বেশি শেখান। তবে যারা শিখছে না তাদেরকেও আগ্রহী করে তোলা দরকার, পাশাপাশি যেসব বাচ্চারা শিখছে তারা অনেকেই এই সূরাগুলোর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবগত নয়, তাদেরকেও অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবগত করা দরকার। আমরা কুরআনের আলিম হতে পারি আর না পারি নিদেনপক্ষে কুরআনের ছাত্র তো সকলেরই হওয়া দরকার। ভাবছিলাম—এই প্রজন্মের বাচ্চাদের জন্য কী করা যায়? আমার কাছে মনে হলো সূরাতুল ফাতিহা ও কুরআনের শেষ দশটি সূরা, মোট এই ১১টি সূরা নিয়ে আল্লাহ চাহেন তো ওদের সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু কুরআনের একটা ভারত্ব রয়েছে, কচিমনের শিশুদের কাছে কিভাবে কুরআনকে সহজ করে তোলা যায়, সেটাই ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। বাচ্চারা যেভাবে কোনো কিছুকে বুঝতে চেষ্টা করে তার নিজস্ব একটি ঢং রয়েছে; তারা সবকিছুকে হেসে-খেলে শিখে নেয়। সহসা একদিন একটা বুদ্ধি খেলে গেলো মাথায়। আর সেটা হলো, কল্পনায় আমি বাচ্চাদের নিয়ে গল্পের দেশে যাবো, সেই কল্পকথার গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমরা এই ১১টি সূরাও শিখে নিবো ইন শা আল্লাহ।

আমরা অনেকেই মনে করি—“বাচ্চাদেরকে আবার কুরআনের অর্থ-মর্ম শেখাবো কী করে? তাদের কি আর বয়স হয়েছে বুঝার!” হ্যাঁ, বাচ্চারা হয়তো কুরআনের সব কিছু বুঝবে না। তবে কিছু তো বুঝবে! আপনার সব কথা তারা বুঝে না। কিন্তু কিছু কথা তো বুঝে, তাই না!





তেমনি আমাদের বাচ্চারা এই ছোট বয়সে সব না বুঝলেও আমাদের স্রষ্টার বাণী কিছু কিছু হলেও বুঝবে। এই কিছু কিছু বুঝাই তাদের আগামী দিনের চলার পাথেয় হবে ইন শা আল্লাহুল আযীয। বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোনো বিষয়ে লেখার আগে আমি সর্বাত্মক ভাবি লেখার বিষয়বস্তু বাচ্চাদের বয়স উপযোগী কিনা? বয়স উপযোগী মনে হলে দ্বিতীয়ত ভাবি, তাদেরকে তাদেরই ভাষায় বিষয়টা কিভাবে বুঝাবো? আর এই ১১টি সূরার মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে বাচ্চাদের জন্য তেমন দুর্বোধ্য কোনো কিছু নেই। এরপর তাদের কিভাবে বুঝাবো ভাবতে গিয়ে গল্পচ্ছলে বুঝানোর চিন্তাটা মাথায় আসে। খুব বেশি জ্ঞান আমার আছে এমনটা আমি মনে করি না, তবে বাচ্চাদেরকে কুরআন চেনানোর এই সাহসটুকু জন্মানোর পিছনে আমার প্রথম বই ‘এসো জান্নাতের গল্প শুনি’ এর বিরাট বড় এক ভূমিকা রয়েছে। এ বইটি বেরোনোর আগ পর্যন্ত আমার ভেতরে চাপা একটা ভয় কাজ করছিলো যে, হায়, যাদের জন্য লিখছি, সেই বাচ্চারা আমার কথা বুঝবে তো! সেই ভয় আর থাকেনি। আমি যখন এই ভূমিকা লিখছি তখন এই দু’বছরে বইটি পাঁচবার মুদ্রিত হয়েছে। অসংখ্য বাচ্চাদের প্রশংসা কুড়িয়েছে বইটি। আল্লাহর গুনাহগার বান্দা আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। সবই দয়াময়ের দয়া। শুধু ছোটরাই নয়, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ, বণিতা সকলেই বইটি পড়েছে এবং প্রশংসা করেছে, যদিও ছোটদেরকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলাম। এভাবেই সাহস জন্মালো যে, যেহেতু কচিমনে জান্নাতের ভালোবাসা তৈরিতে সহায়ক হতে পেরেছি, ইন শা আল্লাহ কুরআনের ভালোবাসা সৃষ্টিতেও সহায়ক হতে পারবো। এভাবেই ‘এসো জান্নাতের গল্প শুনি’ পেরিয়ে ‘এসো গল্পে গল্পে





কুরআন চিনি'-র সৃষ্টি। চিনি শব্দটি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছি। কেননা শেখানোটা অনেক ভারী একটি কাজ, এটা সবাই পারে না, তবে কানাও কিন্তু রাস্তা চেনাতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ দু'ই বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে আল্লাহর দয়ায় 'এসো গল্পে গল্পে কুরআন চিনি' বইটি বেরোচ্ছে। এটি হচ্ছে তার ১ম খণ্ড। একে একে আরো ৪ খণ্ডে পুরো সিরিজটি আলোর মুখ দেখবে ইন শা আল্লাহ।

ছোট্ট জীবনে এ পর্যন্ত যতো লেখালেখি করেছি তার মধ্যে এই লেখায় একটু ব্যতিক্রমধর্মী অনুভূতি হয়েছে। আমার অন্যান্য লেখায় লেখা যখন শেষ হয়ে হয়ে আসে এমন অবস্থা হতো, তখন ক্লান্ত মন নিয়ে ভাবতাম—কখন শেষ হবে লেখা? কখন প্রকাশিত বইয়ের মুখ দেখতে পাবো!? কিন্তু এ বইটির ক্ষেত্রে দেহে অনেক ক্লান্তি ভর করা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিলো—লেখা যেন শেষ না হয়, কুরআনের অবগাহনে আরো কিছু সময় ডুবে থাকি, আরো কিছুক্ষণ কুরআন নিয়ে ভাবি। কুরআন নিয়ে যতোই ভাবি ততোই আমার ভালো লাগে! ভেবেছি অনেক, তবে ছোটদের বই হওয়ায় মনের সব ভাবনা কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করতে পারিনি। একটা আশা রয়ে গেলো মনে, আল্লাহ যদি তাওফীক দেন তাহলে ইচ্ছা আছে এ সূরাগুলো নিয়ে আরো বড় পরিসরে লিখবো বড়দের জন্য। আল্লাহর ইচ্ছায় তা প্রকাশিত হলে আজকের ছোটরাও হয়তো বড় হয়ে সেগুলো পড়ার সুযোগ পাবে। মহান আল্লাহ তাওফীক দান করুন।

১ম খন্ড প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই কয়েকজন ভাই বইটি পড়ে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন; তাঁদের সকলের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। প্রিয় ভাই আবু সুফিয়ান সুফি, ভাই রাজীব হাসান, ভাই





হাসিবুল আলম, ভাই মেহেদি হাসান লিমন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন প্রিয় ভাই মাহামুদুর রহমান এবং ভাষা সম্পাদনা করেছেন প্রিয় ভাই মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ সকলকে কবুল করে নিন!

মানুষের বলা বা লেখায় ভুল হওয়াটা অতি স্বাভাবিক। যদি কোনো ধরনের ভুলত্রুটি আল্লাহর কোনো বান্দার চোখে পড়ে তাহলে তা জানানোর অনুরোধ। আমি তার জন্য অগ্রীম দু'আ করছি—আল্লাহ যেন তাকে কুরআনের হিদায়াত দান করেন, তাকে কুরআনের নূর দান করেন এবং কুরআন নিজে শিক্ষা করে অপরকে শিখিয়ে উত্তম মানুষ হওয়ার তাকে তাওফীক দান করেন।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করছি—তিনি যেন এ গ্রন্থের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে একে কবুল করে নেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ যেন এর লেখক, লেখকের পিতা-মাতা, লেখকের স্ত্রী-সন্তানাদি, সকল পাঠক এবং বই সংশ্লিষ্ট সকলকে নাজাত দিয়ে দেন। আমীন! সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিজন ও সহচরগণের ওপর।





তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফীক। দাখিল ও আলিমে আলিয়া মাদ্রাসা হতে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর কওমী মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সাথে দাওরা ফারেগ হন। একজন তরুণ অনুবাদক হিসেবে একাধিক আরবী গ্রন্থও অনুবাদ করেছেন। পারিবারিক জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দু'ই পুত্র সন্তানের জনক। তিনি নিজের ও মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের নিয়ে ভাবেন। সেই প্রেরণা থেকে ইতিপূর্বে লিখেছেন 'এসো জান্নাতের গল্প শুন'। এ পর্যন্ত তার মোট ৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে। ছোটদের জন্য তার এবারকার প্রয়াস 'এসো গল্পে গল্পে কুরআন চিনি'। মহান আল্লাহ তার এই নেক কাজকে কবুল করে নিন। আমীন।





আলহামদুল্লিলাহি রব্বিল আলামীন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু 'আলা রাসূলিহিল কারীম।

শিশু-কিশোরদের জন্য আমাদের দেশে অনেক রকমের গল্পের বই আছে। সেসব বই থেকে গল্পে গল্পে তাদেরকে অনেক বিষয় শেখানো হয়। রূপকথার গল্প, ঈশপের গল্প, ভৌতিক গল্প, সেরা গল্প, হাসির গল্প ইত্যাদি। আচ্ছা কেমন হবে যদি গল্পে গল্পে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়? গল্পে গল্পে কুরআনের বিভিন্ন সূরার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়? অনেক মজার হবে তাই না?

হ্যাঁ! আযান প্রকাশনীর এবারের আয়োজন এমনই একটি বই। মুহতারাম তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফীক শিশু-কিশোরদের জন্য রচনা করেছেন বই “এসো গল্পে গল্পে কুরআন চিনি।” এর আগেও তিনি শিশুদের জন্য “এসো জান্নাতের গল্প শুনি” বইটি রচনা করেছিলেন। শিশুদের ভীষণ পছন্দ হয় বইটি।

আলহামদুল্লিলাহ! এই বইটি পড়েও শিশুরা ভীষণ খুশি হবে। এই বই থেকে তারা আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরা গল্পে গল্পে সহজেই বুঝতে পারবে। ছোটবেলা থেকেই তাদের মন মগজে এসব গল্পের শিক্ষা





গেঁথে যাবে। বড় হয়ে তাদের জীবনে ফুটে উঠবে ছোটবেলার গল্পে গল্পে কুরআনের শিক্ষা।

এই বইটিতে আমরা আল-কুরআনের তিনটি সূরা নিয়ে গল্প সাজিয়েছি। সূরা ফীল, সূরা কুরাইশ ও সূরা আল-মাউন। আল্লাহ চাইলে এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। সামনে আরো কিছু সূরা নিয়ে আমরা হাজির হবো শিশুদের সামনে ইন শা আল্লাহ!

বইটির লেখক দক্ষ হাতে গল্পগুলো সাজিয়েছেন। গল্পগুলো জীবনঘনিষ্ঠ ও সহজেই মনে রাখার মতো। শিশু-কিশোরেরা, এমনকি আমাদের বড়রাও এই গল্পগুলো থেকে উপকৃত হতে পারবে ইন শা আল্লাহ!

আমাদের শিশু-কিশোরেরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের তরবীয়ত আমাদের হাতেই নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে তারা চিনতে পারে তাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে। তাঁর পবিত্রে কালামকে। এ জন্য তাদেরকে গল্পে গল্পে কুরআন চিনিয়ে দিতে আমাদের এই আয়োজন। শিশুরা গল্পে গল্পে কুরআন চিনে একজন সত্যিকারের কুরআনের ছাত্র হয়ে উঠুক এই দুআ ও প্রত্যাশায়।

আল্লাহুম্মা ফাক্কিহু ফিদদীন
আযান প্রকাশনী



মামার সাথে চিড়িয়াখানায়



মুহাম্মাদদের বাসায় আজকে অনেক আনন্দ। তার ছোট মামা অনেকদিন পর বরিশাল হতে ঢাকায় এসেছেন। ছোট মামার নাম ইবরাহীম। মুহাম্মাদের আরো বেশি আনন্দ লাগার কারণ হলো ছোট মামার ছেলে ইসমাইলও মামার সাথে বেড়াতে ঢাকায় এসেছে। মুহাম্মাদ সব সময়ই গল্প শুনতে অনেক পছন্দ করে। আর ছোট মামা অনেক মজার মজার গল্প জানেন।

বিকেলে চানাচুর খেতে খেতে ইবরাহীম মামা ওরফে ছোট মামা গল্প শুনছিলেন। একসময় গল্প শেষ হলে ছোট মামা মুহাম্মাদকে বললো, 'বল তো ভাগিনা কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায়?'

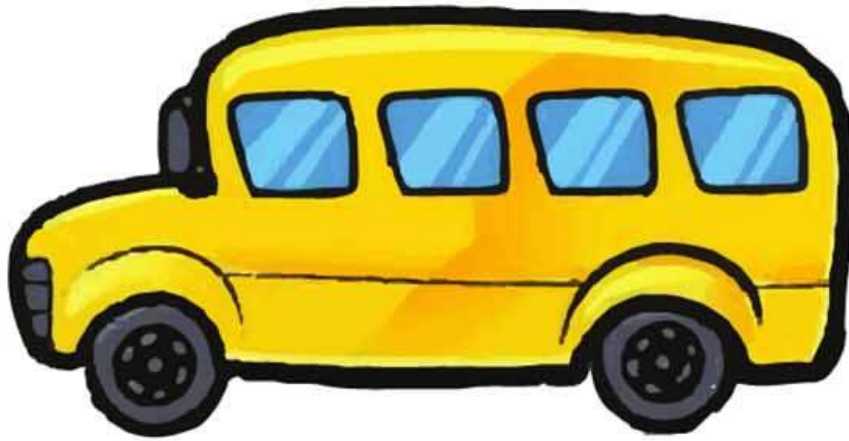
ছোট মামার প্রশ্ন শুনে মুহাম্মাদ ইসমাইলের দিকে ফিরে বললো, 'ইসমাইল, তুমি তো এই প্রথম ঢাকায় এলে, তুমিই বলো তো কোথায় যাওয়া যায়?'

মাথা চুলকানোর ভঙ্গিতে ইসমাইল তার আব্বুকে বললো, 'আব্বু, তুমি না বলেছিলে, কোথায় গেলে যেন বাঘ, সিংহ, বানর, হাতি আরো কতো পশু-পাখি দেখা যায়! জায়গাটার নাম যেন কী?'

ছোট মামা একমুখ হেসে বললো, 'ও, ঐটার নাম তো চিড়িয়াখানা!'

অনেক উৎসাহ নিয়ে মুহাম্মাদ তখন বললো, 'চলো না মামা, তাহলে আমরা চিড়িয়াখানাতেই যাই।'

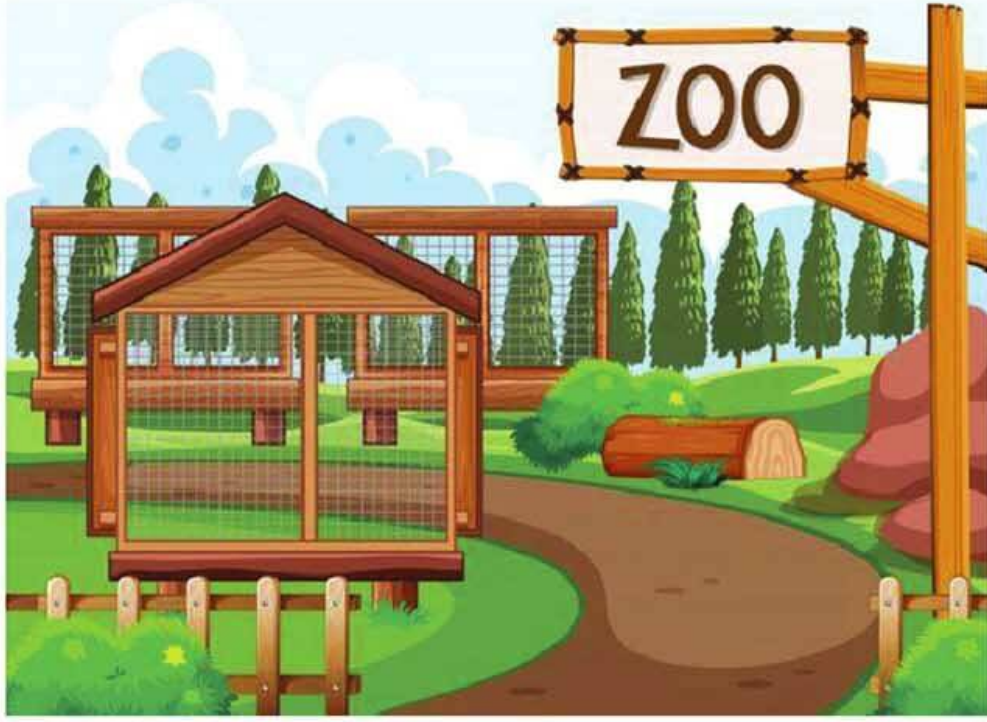
পরের দিন ছিল শুক্রবার। মুহাম্মাদ তার আব্বুকে জানালো যে, মামার সাথে সে চিড়িয়াখানায় যেতে চায়। আব্বুও সানন্দে সায় দিলেন। জুম'আর সলাতের পর মুহাম্মাদ তার মামা ও মামাতো ভাইয়ের সাথে বাড়ি থেকে চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লো।



ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে চিড়িয়াখানায় ওরা সবাই পৌঁছে গেলো। ভেতরে ঢুকেই ইসমাইল বললো, 'আব্বু, আগে বাঘ, সিংহ আর বানর দেখতে চাই।'



তার কথা মতো তিন জন মিলে সবার আগে দেখলো বাঘ, এরপর সিংহ, আর সবার শেষে দেখলো বানর।



বাঘ-সিংহ-বানর দেখার পর ছোট মামা হঠাৎ বললো, ‘চল! চল! এবার তোদেরকে ডাঙার সবচেয়ে বড় প্রাণী, হাতি দেখাই।’

মুহাম্মাদ আর ইসমাইল তো বিশাল বড় হাতিগুলো দেখে ভয়ই পেয়ে গেলো! তারা এর আগে অবশ্য হাতি দেখেছে কিন্তু এতো বড় হাতি দেখেনি।

ওদের ভীতু হতে দেখে হাসতে হাসতে ছোট মামা বললো, ‘কীরে তোরা হাতি দেখে ভয় পেয়ে গেলি নাকি!’

কাঁচুমাচু হয়ে মুহাম্মাদ বললো, ‘মামা, মিথ্যা বললে তো অনেক গুনাহ হয়, তাই মিথ্যা কথা বলবো না। ভয় আমি কিছুটা পেয়েছিই।’

তাই দেখে ইসমাইলও বললো, ‘হ্যাঁ আব্বু, আমিও ভয় পেয়েছি।’





কিছুক্ষণ পর ইসমাইল মুহাম্মাদকে বললো, ‘জানো, আব্বু বলেছে, হাতি নিয়ে আব্বু খুব সুন্দর একটা গল্প জানে। আজকে যেহেতু আমরা হাতি দেখেছি, তাই তুমি আর আমি মিলে এসো হাতির গল্পটা শুনে ফেলি! আমাদের আব্বু এখনও গল্পটা শুনায়নি।’

তাই শুনে মুহাম্মাদ বললো, ‘মামা, আমার তো খুবই মন চাচ্ছে হাতির কোনো গল্প শুনতে! গল্পটা শুনাবো না মামা!’

দুজনের গল্প শোনার এতো আগ্রহ দেখে ছোট মামা বললেন, ‘ইনশা আল্লাহ, হাতির গল্প তোদেরকে আমি শুনাবো। তবে তার আগে তোদের বলি, হাতি দেখে ভয় পেয়েছিস ঠিক আছে। হাতি দেখে যে কেউ ভয় পেতেই পারে। হাতি হলো মাটির উপরে থাকা প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাণী, কিন্তু সেই ভয়টা যেন আল্লাহকে ভয় পাওয়ার চাইতেও বেশি না হয়। কুরআনে এ কথাটা কিন্তু বারবার বলা হয়েছে যে,